দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ৫/৫/২২
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

খুঁড়িয়ে চলছে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী

প্রতিষ্ঠার ৩৪ বছরেও বাড়েনি পরিধি

□ ফারুক হোসাইন

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের অপ্রতুল অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েই পরিচালিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি। দেশের বৃহৎ পাঠকেন্দ্র এই লাইব্রেরিতে দিন দিন পাঠক ও জ্ঞানপিপাসুদের ভিড় বাড়লেও প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩৪ বছরেও বাড়ানো হয়নি লাইব্রেরির আসন সংখ্যা ও লোকবল। অধিকাংশই পুরোনো বই, পাওয়া যাচ্ছে না যুগোপযোগী টেক্সট ও রেফারেন্স বই। আসন সংকটের কারণে পাঠকদের দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, আসন না পেয়ে প্রায় সময় ফিরে যাচ্ছেন অনেকেই। বিশ্বের উন্নত দেশের লাইব্রেরিগুলোতে ই-বুক ও ডিজিটাল ব্যবস্থা থাকলেও পাবলিক লাইব্রেরিতে নেই তার ছোঁয়া। কয়েকটি কম্পিউটার দিয়েই দায় সারছেন কর্তৃপক্ষ। ক্রমাগত সমস্যার কারণে লাইব্রেরির সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর এবং খোলা রাখার সময় বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে পাঠকরা। সরকারি প্রতিষ্ঠানে রাতারাতি সব কিছু বদলানো সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন লাইব্রেরির উপ-পরিচালক জিল্লুর রহমান। ক্রমান্বয়ে লাইব্রেরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সমস্যার বিষয় সরকারকে অবহিত করে সমাধান করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। দেশের সাধারণ পাঠক ও জ্ঞানপিপাসুদের কথা বিবেচনা করে ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি। শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির দক্ষিণ পাশেই এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে বর্তমান ভবনে (শাহবাগে অবস্থিত ভবনে) স্থানান্তরিত করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়েই পাঠকদের জন্য ৫০০ আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়। লাইব্রেরির ২য় ও ৩য় তলায় পাঠকদের পড়াশোনার জন্য নির্ধারিত করা হয়। পাশেই শিশু-কিশোরদের জন্য রাখা হয় আলাদা একটি কক্ষ। ২য় তলায় সাধারণ বই অর্থাৎ বাংলা বইগুলো, ৩য় তলায় বিজ্ঞান, ইংরেজি ও রেফারেন্স বই। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির অধীনেই জেলায় জেলায় পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে ৬৮টি পাবলিক লাইব্রেরি রয়েছে। এর মধ্যে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি এবং ৪টি সাব সেন্টার। এই ৪টি সাব সেন্টারের মধ্যে রাজধানীর

১৬ পৃঃ কঃ ১

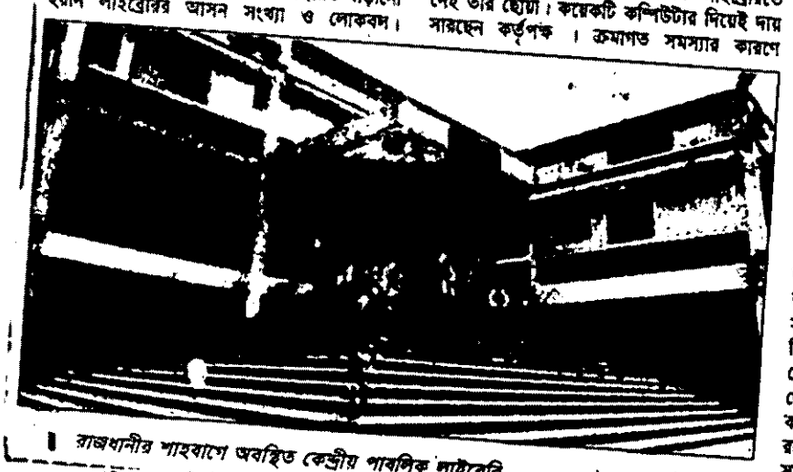

রাজধানীর শাহবাগে অবস্থিত কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি —ইনকিলাব

খুঁড়িয়ে চলছে কেন্দ্রীয়

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মোহাম্মদপুরে একটি, আরমানিটোলায় একটি, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ও রাঙ্গামাটি উপ-শহর লক্ষীপুরে একটি সাব সেন্টার রয়েছে। সারা দেশের ৬৮টি পাবলিক লাইব্রেরিতে মোট বই রয়েছে ১৬ লাখ। লোকবল রয়েছে ৪০০ জন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে রয়েছে ১ লাখ ৮৮ হাজার বই ও জার্নাল। লোকবল রয়েছে ১০০ জন।

আসন সংকট : প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে ৫০০ আসনের পাবলিক লাইব্রেরির বর্তমান ভবন নির্মাণ করা হয়। অথচ প্রতিষ্ঠার পর দিনে দিনে পাঠক সংখ্যা বাড়লেও ৩৪ বছরে বাড়ানো হয়নি পাবলিক লাইব্রেরির আসন সংখ্যা। এখনও সেই ৫০০ আসনেই পরিচালিত হচ্ছে এই লাইব্রেরিটি। পাবলিক লাইব্রেরিতে সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, আসন সংকটের কারণে প্রতিদিনই আসন নিয়ে দেখা দেয় নানা সমস্যা। আসনের চেয়ে অতিরিক্ত পাঠকের ভিড়ের ফলে অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আবার অনেকেই হতাশ হয়ে ফিরে যান। আবার রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে বই ও আসন না পাওয়ায় প্রায় সময় কর্তৃপক্ষের সাথে তর্কে লিপ্ত হন পাঠকরা। ফলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় কর্তৃপক্ষ ও পাঠক উভয়কেই। এই লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক নাহিদ হাসান বলেন, প্রতিদিন সকালে এসে সিটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়। লাইব্রেরিতে আসার চিন্তা করলেই আগে চিন্তা করতে হয় আসন পাবো তো, নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এভাবে আসন সংকট থাকলে এক সময় পাঠকরা পাবলিক লাইব্রেরি বিমুখ হবে।

টেক্সট ও রেফারেন্স বইয়ের অভাব : প্রতিনিয়তই বাড়ছে শিক্ষার্থী, পাঠক ও জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মানুষের সংখ্যা। একই সাথে জ্ঞানের জগতে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন সব জ্ঞান। কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে না সেই নতুন নতুন প্রকাশনা ও সংযোজিত বই। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ- ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কোন রেফারেন্স ও টেক্সট বই লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিবছর ২ কোটি টাকা বই কেনার জন্য বাজেট থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। অন্যান্য বইয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের দুর্বিষ দুঃখ দুর্গতি মধ্যে এরকম দু'একটা বই পাওয়া যায়। তাদের কিছু বলাও যায় না, কারণ কিছু বললে তারা ক্ষমতার দাপট দেখান। ইন্টারনেট সমস্যা ছাড়াও বিদ্যুৎ বিভ্রাট সমস্যাসহ নানা সমস্যার কারণে গত শনি ও রোববার পাবলিক লাইব্রেরিতে বিক্ষোভ করেছে পাঠকরা। এ সময় তারা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে তাদের বেশ কিছু দাবি জানিয়েছেন।

পাঠকদের দাবি : ক্রমবর্ধমান এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর প্রস্তুতির জন্য লাইব্রেরি প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখা। লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাবের প্রেক্ষিতে লাইব্রেরির বইয়ের সাথে মিলিয়ে পড়ার জন্য পাঠকদের গুরুত্বপূর্ণ বই ও শিট সঙ্গে আনার সুযোগ প্রদান। নিয়মিত পাঠ্য এবং দুষ্প্রাপ্য বইয়ের যোগান পাঠকদের চাহিদার ভিত্তিতে সরবরাহ করা। লাইব্রেরির আসবাবপত্রের মেরামতসহ আসন ও টেবিল সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা এবং বই চুরি বন্ধকল্পে চলমান সিসি টিভি সচল রাখা। ক্রমবর্ধমান পাঠক সমাবেশের প্রেক্ষিতে নতুন ভবন নির্মাণ করা। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানসহ পড়াশোনার পরিবেশ নিশ্চিত করা। পাঠকদের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সৌজন্যমূলক আচরণ করা। লাইব্রেরির পানি ও টয়লেট সমস্যা দূরীকরণ।

এ বিষয়ে পাবলিক লাইব্রেরির উপ-পরিচালক জিল্লুর রহমান বলেন, আমাদের অর্থ ও লোকবল সংকট আছে। পাঠক সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। কিন্তু ৩৪ বছর আগে প্রতিষ্ঠার পর থেকে একই সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। তারপরও আমাদের লোকেরা হাসিমুখে সেবা দেয়ার চেষ্টা করছে। তবে পাঠকদের কথা বিবেচনা করে ১ লাখ পৃষ্ঠার ই-বুক করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫০ হাজার পৃষ্ঠার কাজ শেষ হয়েছে। বাকিটা চলমান রয়েছে। আগামী মাসের মধ্যে এর কাজ শেষ হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্বোধন করবেন। এছাড়া সারা বাংলাদেশের পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে যে বইগুলো আছে তার তথ্য ওয়েবে দেয়া হবে। এর ফলে পাঠকরা তাদের ঘরে বসেই জানতে পারবেন কোন বইটি পাবলিক লাইব্রেরিতে আছে আর কোনটি নাই। আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ২০ তলা বিশিষ্ট নতুন ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ চলছে। নিউট্রিটিভ সার্ভে করে গেছেন। রাখতে গেলে বাজেট আরও বাড়ানো দরকার বলে তারা উল্লেখ করেন। পাবলিক লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তাওহীদুল ইসলাম বলেন, প্রতিনিয়তই চাকরির বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য আমাদের যে ধরনের টেক্সট ও রেফারেন্স বই দরকার আমরা সেগুলো পাচ্ছি না। আর লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ আমাদের নিজেদের বই নিয়ে ঢুকতে দেয় না।

পানি ও টয়লেটের সমস্যা : পাঠকরা পাবলিক লাইব্রেরিতে দীর্ঘ সময় ধরে থাকায় এখানে পানি ও টয়লেটের প্রয়োজনীয়তা অতি জরুরি। কিন্তু বিশুদ্ধ পানি না থাকায় দূষিত পানি খেয়ে অনেকে জন্ডিসের মত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া লাইব্রেরির টয়লেটগুলোতে দুর্গন্ধ ও নোংরা থাকার কারণে সেগুলোতে প্রবেশ করা কষ্টকর বলে অভিযোগ করেছেন পাঠকরা।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসৌজন্যমূলক আচরণ : পাঠকরা যাতে লাইব্রেরিতে না আসেন এজন্য পাবলিক লাইব্রেরির অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী পাঠকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করছেন বলে অভিযোগ করেছেন অনেক পাঠক। তারা জানিয়েছেন, সম্প্রতি পাবলিক লাইব্রেরিতে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে লাইব্রেরি ব্যবহার করায় কর্তব্যরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে হচ্ছে। এতে তারা কাজে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কম পাচ্ছেন। তাই তাদের কষ্ট যেন কম হয় এজন্য কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী পাঠকদের লাইব্রেরিবিমুখ করতে পাঠকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করছেন। এজন্য প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ের পরে লাইব্রেরি খোলা, ঢোকার আগে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখাসহ নানাভাবে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেন বলে তারা অভিযোগ করেন।

বই চুরি : পাবলিক লাইব্রেরি থেকে এক শ্রেণীর অসাধু পাঠক বই চুরি করে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বিক্রি করছেন। রাজধানীর নীলক্ষেতের পুরোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ অনেক বই লাইব্রেরি থেকে চুরি করে এনে এসব দোকানে বিক্রি করা হয়। এসব বইয়ে পাবলিক লাইব্রেরির সীল দেয়া থাকে। এ বিষয়ে নীলক্ষেতের পুরোনো বইয়ের দোকানদার আব্দুস সালামের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনেকেই পুরোনো বই বিক্রি করতে আসেন। তাদের বইয়ের

স্থাপত্য অধিদপ্তরের কাছে এখনও পুরো বিষয়টি আছে। এছাড়া সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিসি টিভিগুলো আগামী অর্থবছরে সচল করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ছাত্রদের দাবির প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, তাদের জন্য ৭-১০ দিনের মধ্যে নতুন বই কেনা হবে। এর আগেও আমরা নতুন করে ৩০ তাক টেক্সট ও রেফারেন্স বই কিনেছি। পাবলিক লাইব্রেরির সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজধানীর প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি করে পাবলিক লাইব্রেরি থাকা প্রয়োজন। কেননা রাজধানীর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা (যানজট) এতে কেউ উত্তরা কিংবা যাত্রাবাড়ী, কেরানীগঞ্জ থেকে এখানে পড়তে আসতে চাইবে না। তিনি জানান, প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার পাঠক পাবলিক লাইব্রেরিতে আসেন এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করেন ১০০ জন।